যায়যায়দিন

তারিখ 03 FEB 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সেশন জট

প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের দুই বছরেও সিট জুটবে না হলে

সাইয়েদা আক্তার

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ২০০৬-'০৭ শিক্ষাবর্ষে যারা ভর্তি হবেন আগামী দুই বছরেও তারা হলে সিট পাবেন না। গত দুটি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কারোই এখনো নিজের নামে সিট হয়নি। এর আগে ভর্তি হওয়া ব্যাচেরও স্বল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রী দ্বৈতাবাসিক হিসেবে হলে উঠতে পেরেছেন। তবে কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন, তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা এখন সিটের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ বার্ষিক বিবরণী থেকে ২০০৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী সাতটি অনুষদ ও ইনস্টিটিউটে মোট ছাত্রছাত্রী প্রায় ৪০ হাজার। এর মধ্যে ১৭টি হলে থাকছেন মোট ১৩ হাজার ৬৯৪ জন শিক্ষার্থী। ফলে দেখা যাচ্ছে, আবাসিক ইউনিভার্সিটি হওয়া সত্ত্বেও মাত্র এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা ভর্তির কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ববর্তী পরীক্ষার স্কোর ও ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকা মিলিয়ে ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করলে সিটের জন্য আবেদন করতে পারে। আত্মীয়, বন্ধু কিংবা পরিচিত কারো দ্বৈতাবাসিক হিসেবেও হলে উঠতে পারে শিক্ষার্থীরা। কার্যত এ দ্বৈতাবাসিক হল কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দেয় না। ফলে বাস্তবতা হলো, দ্বৈতাবাসিকের শতকরা ৮০ ভাগই হয় রাজনৈতিকভাবে। ছাত্র সংগঠনের পরিচয়ের সূত্র ধরে ও সংগঠনের সদস্য হবে এমন হিসাব ধরেই দ্বৈতাবাসিক নেয়া হয়। এ দ্বৈতাবাসিকদের ঠিকানা হয় বিভিন্ন হলের গেস্টরুম, গণরুমে। কিন্তু এ বছর [illegible] দ্বৈতাবাসিক হিসেবে

[illegible] ১১ ক ৪

প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের দুই বছরেও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিতেও প্রায় সাত-আট মাস সময় লাগবে। শামসুন্নাহার হলের করিডরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ছাত্রীদের। গণরুম, গেস্টরুমে কিংবা করিডরে থাকার ব্যবস্থা নিতান্তই মানবেতর। এ রুমগুলোতে শুধু বিছানাপত্র থাকে। পড়ার টেবিল কিংবা লকার কোনো কিছুই থাকে না।

এফ রহমান হলের ১১৬ নাম্বার রুমটি একটি গণরুম। এ রুমে বর্তমানে ২২ জন শিক্ষার্থী অবস্থান করছেন। কুয়েত মৈত্রী হলের গেস্টরুমেও প্রায় একই অবস্থা। ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোনো হলই বর্তমানে এ চিত্রের ব্যতিক্রম নয়।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বর্তমানে ছাত্রদের ১৩টি ও ছাত্রীদের চারটিসহ মোট ১৭টি হল রয়েছে। এছাড়া আইবিএর ছাত্র ও এমফিল এবং পিএইচডি ছাত্রীদের জন্য দুটি হস্টেল রয়েছে। সঙ্গে চারুকলার ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে এফ রহমান হলের এক্সটেনশন শাহনেওয়াজ ভবন।

দ্বিতীয় বর্ষে উঠেও শিক্ষার্থীদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। তৃতীয় বর্ষে ওঠার পর নিজের নামে একটি সিট হতে পারে। কিন্তু তখনো আগের চেইন রি-অ্যাকশনে ওই সিটেও অন্য কাউকে দ্বৈতাবাসিক নিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও রয়েছে নানা অনিয়মের অভিযোগ। এফ রহমান হলের আইন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মিল্টন অভিযোগ করেন, থার্ড ইয়ারে আমার সিট হলেও এ বছরও সেখানে উঠতে পারিনি। আমার সিটটি এক ছাত্রনেতা অবৈধভাবে আটকে রেখেছে।

সাড়ে আট হাজার ছাত্রীর মধ্যে ইউনিভার্সিটির চারটি হলে আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র দুই হাজার ৭৭৮ জনের। বাকি পাচ হাজার ৫৮০ ছাত্রীর থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। আইবিএ চারুকলা এমনকি সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে পড়া ছাত্রদের আবাসনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। ফার্মগেটে রয়েছে আইবিএ হস্টেল। সায়েন্সের ছাত্রদের জন্য শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক মুসলিম হল। আবার চারুকলার ছাত্রদের জন্য এফ রহমান হলের এক্সটেনশন শাহনেওয়াজ ভবনে থাকার ব্যবস্থা। কিন্তু ছাত্রীদের জন্য এমন কোনো আলাদা ব্যবস্থা নেই। চারটি হলেই সব ধরনের ছাত্রীদের থাকতে হয়। ফলে থাকার সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগের সমস্যাও রয়েছে ছাত্রীদের।

সঙ্কটের কারণ

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, আবাসন সঙ্কটের মূল কারণ সেশনজট। ইউনিভার্সিটিতে নিয়মিত ব্যাচ পাচটি থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে সব বিভাগেই ব্যাচ রয়েছে সাতটি। এক মাসের মধ্যে আরেকটি নতুন ব্যাচ যুক্ত হবে। দেখা গেছে, প্রতি বছর একটি নতুন ব্যাচ ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলেও যথাসময়ে একটি ব্যাচ বেরিয়ে যায় না। পরীক্ষা পদ্ধতির জটিলতায় যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। এর ফলে কোনো ব্যাচই যথাসময়ে বর্ষ শেষ করতে পারে না। এতে করে শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা শেষ না হলে সিট খালি হয় না। নতুন শিক্ষার্থীদেরও থাকার ব্যবস্থা হয় না।

এ সঙ্কট আরেকটু ঘনীভূত হয় চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স চালুর পর। এতে করে শিক্ষার্থীদের একটি বাড়তি বছর ইউনিভার্সিটিতে থাকতে হয়। এছাড়া হলগুলো প্রতিষ্ঠার সময়ে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও আবাসন সঙ্কটের বিষয়টি মাথায় রাখা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

আবাসন সঙ্কটের বিষয়টি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেন। কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্ট প্রফেসর তাহমিনা আক্তার বলেন, চার বছর মেয়াদি অনার্স চালু হওয়ায় মাস্টার্স করতে বাড়তি এক বছর লাগে। তাই বলে ভর্তি তো থামানো যাবে না।

শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. ইউ এ বি রাজিয়া আক্তার বানু হলে সিট সঙ্কটের কারণে করিডরে ছাত্রীদের থাকার কথা স্বীকার করে বলেন, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আগে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতেই এমনটা করা হয়েছে।

সঙ্কট উত্তরণের জন্য সেশনজট নিরসন ও নতুন হল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন প্রায় সব হাউস টিউটর এবং শিক্ষার্থীরা। সায়েন্সের ছাত্রীদের জন্য বেগম খালেদা জিয়া হল নামে একটি নতুন হল নির্মাণের কথা দীর্ঘদিন থেকে শোনা গেলেও কার্যত নির্মাণের কোনো কাজই এখনো শুরু হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, নতুন হল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়ার চেষ্টা চলছে। প্রস্তাবিত ছাত্রী হলটি নির্মাণে দেরি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মঞ্জুরি কমিশন থেকে টাকা পেলেই কাজ শুরু হবে।